Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/24/2026 2:09 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৯ চৈত্র ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ২৪ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯২ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো
সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/24/2026 2:09 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৯ চৈত্র ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ২৪ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯২ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মাঝরাতে অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ নিয়ে ফুঁসে উঠলেন মমতা

শুধুমাত্র হিন্দু-শিখ-বৌদ্ধরাই তফসিলি তকমার আবেদন করতে পারবেন, মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের

'হামলা হলে আমেরিকার ঠ্যাং খোঁড়া করব', ৩ শর্তে যুদ্ধবিরতিতে রাজি ইরান

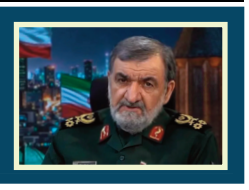

তদন্তে বাধা দিলে ইডি কোথায় যাবে ?

আইপ্যাক মামলায় 'সুপ্রিম' প্রশ্ন রাজ্যকে

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আইপ্যাক মামলার শুনানি ঘিরে মঙ্গলবার সরগরম হয়ে উঠল সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দায়ের করা মামলার আইনি বৈধতা নিয়ে সওয়াল তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী কপিল সিব্বল। সিব্বলের প্রধান যুক্তি ছিল, তদন্তকারী সংস্থার কোনো 'মৌলিক অধিকার' লঙ্ঘিত হয়নি যে তারা সরাসরি শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। পাল্টায় বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের কড়া পর্যবেক্ষণ, 'ইডির আধিকারিকদেরও তো মৌলিক অধিকার রয়েছে, সেদিকেও নজর দিন।'এ দিন শুনানির শুরুতেই সিব্বল প্রশ্ন তোলেন মামলাকারীর উপস্থিতি নিয়ে। তিনি বলেন, 'পিটিশনে মামলাকারী হিসেবে একজন ডেপুটি ডিরেক্টরের নাম রয়েছে। কিন্তু তিনি ঘটনাস্থলে কোথাও উপস্থিত ছিলেন না। এটি কোনো জনস্বার্থ মামলা নয়।' তাঁর দাবি, সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদে মামলা করতে গেলে স্পষ্ট করতে হয় কোন মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। সিব্বলের কথায়, 'ইডির ডেপুটি ডিরেক্টর ঘটনাস্থলে ছিলেন না। অন্য আধিকারিকেরা ছিলেন। আর তিনি মৌলিক অধিকার নিয়ে মামলা করেছেন।'রাজ্যের আইনজীবীর এই যুক্তির বিপরীতে ইডির আইনজীবী এসভি রাজু জানান, আসল ঘটনা কী ছিল তা তিনি আদালতকে জানাবেন। এই পর্যায়ে বিচারপতি মিশ্র মন্তব্য করেন, 'হতে পারে ওই আধিকারিক ছায়ার মতো ছিলেন।' সিব্বল পাল্টা বলেন, আইনের শাসন লঙ্ঘিত হলে তা নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদের মাধ্যমে প্রতিফলিত হতে হয়। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদে মামলা করতে পারে না বলে ইডি-কে সামনে রেখে এই পিটিশন দাখিল করা হয়েছে।শুনানি চলাকালীন বিচারপতি মিশ্র প্রশ্ন করেন, ইডি যদি কোনো কোম্পানি বা আলাদা সরকার না হয়, তবে কোনো সংস্থা কি মৌলিক অধিকার

নিয়ে মামলা করতে পারে? জবাবে সিব্বল জানান, সংস্থা না পারলেও তার অংশীদাররা ব্যক্তিগত অধিকার নিয়ে আদালতে যেতে পারেন। বিতর্কের সুর চড়ে যখন বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যদি ইডির তদন্তে হস্তক্ষেপ করেন, তবে ইডির কী প্রতিকার চাওয়া উচিত?' সিব্বল পাল্টায় প্রশ্ন করেন, আদালত কি আগে থেকেই ধরে নিচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী অপরাধ করেছেন? বিচারপতি অবশ্য সাফ জানান, 'আমরা এখন কিছুই ধরে নিচ্ছি না, কিন্তু এটাই তো অভিযোগ।'তদন্তের এক্তিয়ার নিয়েও সিব্বল সরব হন। তাঁর দাবি, পিএমএলএ আইনের বাইরে কোনো অপরাধের তথ্য পেলে ইডি-র উচিত রাজ্যকে জানানো। এই সময়েই বিচারপতি মিশ্র কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, 'উত্তেজিত ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে আমাদের শেখাতে যাবেন না।' আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, ইডির কাজে বাধা দেওয়া এবং আর্থিক তছরুপের মামলা, এই দুটিকে আলাদা করে দেখতে হবে।সিব্বল শেষ পর্যন্ত অনড় থাকেন তাঁর যুক্তিতে। তিনি বলেন, 'অপরাধ হলে তার তদন্ত ওই এলাকার থানাই করবে। যদি দেখা যায় তদন্ত ঠিকমতো হচ্ছে না, তখন মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্ন তোলা যেতে পারে।' তবে বিচারপতি মিশ্র ফের মনে করিয়ে দেন ইডি আধিকারিকদের কথা। তিনি বলেন, 'অনুগ্রহ করে শুধু ইডির কথা না বলে, যে সকল ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অন্যায় হয়েছে বলে অভিযোগ, তাঁদের মৌলিক অধিকারের দিকেও মনোযোগ দিন।'

কমিশনের চিঠিতে পদ্মছাপ, সরব অভিষেক

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নির্বাচন কমিশনের চিঠিতে বিজেপির সিলমোহর! জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে গেরুয়া শিবিরের ছাপ দেখে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এই ঘটনায় সরাসরি কমিশনকে নিশানা করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে ক্ষোভ উগরে দিয়ে অভিষেক লেখেন, 'এই কারণেই বিচারব্যবস্থার কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে খর্ব করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের প্যানেল থেকে ভারতের প্রধান বিচারপতিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনটা চলতে থাকলে আর খ ুব বেশি দেরি নেই, যখন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজনীতির ছাপ থাকবে।'বিতর্কের কেন্দ্রে ২০১৯ সালের একটি চিঠি। দিল্লির জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দপ্তর থেকে দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে ওই চিঠি পাঠানো হয়েছিল। সেই চিঠির নিচে স্পষ্ট হরফে লেখা 'ভারতীয় জনতা পার্টি, কেরালা'। পাশে জ্বলজ্বল করছে পদ্মফুলের সিল। কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূলের দাবি, ইসিআই আসলে বিজেপির 'বি-টিম' হিসেবে কাজ করছে।এদিকে সোমবার তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র এক্স হ্যান্ডেলে কড়া আক্রমণ শানিয়ে লিখেছেন, 'জ্ঞানেশ কুমারকে সাধুবাদ, কারণ আমরা সবাই যা আগে থেকেই জানতাম, তা তারা অবশেষে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছেন। নির্বাচন কমিশন অবশেষে বিজেপির সিলমোহরযুক্ত আনুষ্ঠানিক চিঠি জারি করার সাহস দেখিয়েছে। সাবাশ! গণতন্ত্র জিন্দাবাদ!' পরে পোস্টটি কিছুটা সংশোধন করে তিনি ফের লেখেন, 'জ্ঞানেশ কুমারকে অনুরোধ করছি আমরা সকলে যা ইতিমধ্যেই জানি, তা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করতে এবং একই ভাবে আরও চিঠি জারি করতে। গণতন্ত্র জিন্দাবাদ!' যদিও তথ্যের খাতিরে বলা প্রয়োজন, ২০১৯ সালের সেই সময়ে জ্ঞানেশ কুমার কমিশনের দায়িত্বে ছিলেন না।কমিশন অবশ্য গোটা বিষয়টিকে 'করণিক ত্রুটি' বলে দায় ঝেড়েছে। তাদের দাবি, সম্প্রতি কেরল বিজেপি ২০১৯ সালের প্রার্থীদের অপরাধমূলক রেকর্ড সংক্রান্ত একটি পুরনো নির্দেশিকা দেখতে চেয়েছিল। বিজেপি ওই নির্দেশিকার যে ফটোকপি জমা দেয়, তাতেই তাদের দলীয় সিল ছিল।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/24/2026 2:09 PM Page 3

মানুষের আগে বিপদ টের পায় কারা ?

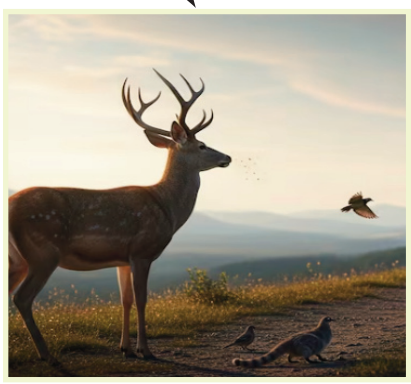

নয়া জামানা ডেক্স ঃ প্রকৃতির অদ্ভুত নিয়মে এমন কিছু প্রাণী রয়েছে, যারা মানুষের অনেক আগেই বিপদের আভাস পেয়ে যায়। তাদের তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়শক্তি পরিবেশের সূক্ষ্ম পরিবর্তনও ধরতে সক্ষম, যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপদের আগাম সংকেত দিতে পারে।মানুষই শ্রেষ্ঠ উন্নত জীব আমরা জানি। কিন্তু জানেন কী, মানুষ নয়, অন্য প্রাণীরাই আগে বিপদের আঁচ পায়! প্রকৃতি বহু প্রাণীকে এমন অসাধারণ ইন্দ্রিয়শক্তি দিয়েছে, যা মানুষের উপলব্ধির বহু ঊর্ধ্বে। বিপদের আগাম সংকেত তারা অনেক সময়ই টের পেয়ে যায়, যখন মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না। এমনই ৮টি প্রাণীর কথা এক নজরে;

হাতি ঃ হাতিরা নিম্নকম্পাঙ্কের শব্দ (ইনফ্রাসাউন্ড) এবং মাটির কম্পন তাদের শুঁড় ও পায়ের মাধ্যমে অনুভব করতে পারে। এর ফলে তারা শত মাইল দূরের সুনামি বা বজ্রঝড়ের আগাম আভাস পায়। ২০০৪ সালের ভারত মহাসাগরীয় সুনামির সময় বহু হাতিকে উঁচু জায়গায় চলে যেতে দেখা গিয়েছিল।

কুকুর ঃ মানুষের তুলনায় কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রায় ১ লক্ষ গুণ বেশি। তারা ভয়, অসুস্থতা এমনকি বায়ুচাপের পরিবর্তন বা ভূকম্পনের আগাম ইঙ্গিতও বুঝতে পারে। ভূমিকম্পের আগে অনেক সময়ই কুকুরকে অস্থির আচরণ করতে দেখা যায়।

হাঙর ঃ হাঙরের শরীরে 'অ্যাম্পুলা অব লরেনজিনি' নামে বিশেষ অঙ্গ থাকে, যার মাধ্যমে তারা ক্ষুদ্রতম বৈদ্যুতিক সংকেতও অনুভব করতে পারে। এই ক্ষমতায় তারা শিকারের নড়াচড়া বা জলের চাপের পরিবর্তন থেকে ঝড়ের পূর্বাভাস পায়।

পাখি ঃ অনেক পরিযায়ী পাখি ঝড় বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের আগেই ইনফ্রাসাউন্ড অনুভব করতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, কিছু প্রজাতি বড় ঝড়ের কয়েক দিন আগেই বাসা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যায়।

সাপ ঃ সাপ মাটির কম্পনের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। ভূমিকম্পের কয়েক দিন আগেই তারা এই কম্পন টের পেতে পারে এবং বিপদের আশঙ্কায় শীতের মধ্যেও গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে।

মৌমাছি ঃ মৌমাছিরা বায়ুচাপ ও আর্দ্রতার সামান্য পরিবর্তনও বুঝতে পারে। ঝড় বা বৃষ্টির আগে তারা দ্রুত চাকায় ফিরে যায় এবং নিজেদের সুরক্ষিত রাখে।

ইঁদুর ঃ ইঁদুরদের মধ্যে কাঠামোগত দুর্বলতা বা ভূ-পরিবর্তনের আগাম সংকেত ধরার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে। ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে, জাহাজ বা খনি ধসের আগে তারা জায়গা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

ক্যাটফিশ ঃ জাপানে ক্যাটফিশকে ভূমিকম্প সংবেদনশীল প্রাণী হিসেবে মানা হয়। জলেতে টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়ায় সৃষ্ট বৈদ্যুতিক পরিবর্তন তারা অনুভব করতে পারে এবং ভূমিকম্পের আগে অস্বাভাবিক আচরণ করে।

লঙ্কার রাজধানী' বলা হয় ভারতের কোন শহরকে?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ লঙ্কা বিভিন্ন আকার, রঙ এবং উষ্ণতার মাত্রায় পাওয়া যায়, যা দেশজুড়ে খাবারে স্বাদে যোগ করে। কিছু মৃদু এবং উজ্জ্বল, আবার কিছু তীক্ষ্ণ যা আপনার চোখে জল এনে দেবে। প্রতিটি ভারতীয় রান্নাঘরে, লঙ্কা এমন একটি ভূমিকা পালন করে যা অন্য কিছু দিয়ে পাল্টানো কঠিন। কিন্তু এই নিত্যদিনের উপাদানটির পিছনে এমন একটি জমি রয়েছে যেখানে এটি আশ্চর্যজনকভাবে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ক্ষেতগুলি সবুজ এবং লাল রঙের ছায়ায় জ্বলজ্বল করে, এবং বাতাসে এমন একটি মশলা থাকে যা আপনি দূর থেকেও অনুভব করতে পারেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর ভারতের লঙ্কার রাজধানী হিসেবে পরিচিত। দেশের সবচেয়ে ঝাল এবং সুস্বাদু মরিচ, বিশেষ করে বিখ্যাত গুন্টুর সন্নাম উৎপাদনের জন্য পরিচিত, এই শহরটি মশলা ব্যবসায়ের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র। এই অঞ্চলের মাটি এবং জলবায়ুর অনন্য সমন্বয় এটিকে লঙ্কাচাষের জন্য আদর্শ করে তোলে এবং এর উৎপাদিত পণ্য বিশ্বজুড়ে রফতানি করা হয়।এশিয়ার বৃহত্তম লঙ্কা ব্যবসার কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম গুন্টুর, এই বাজারে প্রতিদিন হাজার হাজার কৃষক আসেন লঙ্কাচাষের মরশুমে। ভারত এবং বিদেশ থেকে ক্রেতারা এখানে আসেন, যা এটিকে মরিচ অর্থনীতির হৃদস্পন্দন করে তোলে।

গুন্টুরের গরম, শুষ্ক আবহাওয়া এবং উর্বর জমি মরিচের বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। এই প্রাকৃতিক সুবিধা কয়েক দশক ধরে গুন্টুরকে তার শীর্ষস্থান ধরে রাখতে সাহায্য করেছে।সন্নাম লঙ্কা তার উজ্জ্বল লাল রঙ, তীব্র সুগন্ধ এবং ভারসাম্যপূর্ণ তাপের জন্য পরিচিত।

এটি ভারতীয় পরিবারগুলিতে একটি প্রিয় এবং আচার, গুঁড়ো এবং মশলার মিশ্রণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। গুন্টুর থেকে লঙ্কা এশিয়া, ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে পাঠানো হয়, যা এটিকে ভারতের সবচেয়ে স্বীকৃত কৃষি রফতানির মধ্যে অন্যতম করে তোলে।গুন্টুরে লঙ্কাচাষের ক্ষেত্রে বংশ পরম্পরায় চলে আসা এই পদ্ধতিগুলি ধারাবাহিক গুণমান নিশ্চিত করে কৃষক পরিবারগুলি। উন্নত সেচ এবং বাজার অবকাঠামোর জন্য উদ্যোগগুলি অঞ্চলের মশলা অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধাগুলি আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য মরিচ সংরক্ষণ এবং গ্রেডিং করতে সহায়তা করে। নিয়মকানুন এবং মান পরীক্ষা গুন্টুর মরিচকে বিশ্বব্যাপী মান পূরণ করতে সাহায্য করে। এই বিষয়গুলি একসঙ্গে গুন্টুরকে স্থানীয় বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে মরিচের একটি বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছে।নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময় গুন্টুর ভ্রমণের আদর্শ সময়। এই সময় পর্বে আবহাওয়া মনোরম থাকে এবং বাজার এবং ক্ষেত ঘুরে দেখার জন্য উপযুক্ত।

গ্রীষ্মকাল অত্যন্ত গরম হতে পারে, অন্যদিকে বর্ষাকালে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ভ্রমণ কঠিন হয়ে পড়ে। ভারতের লঙ্কার রাজধানী হিসেবে, গুন্টুর ভ্রমণকারী

যে কারওর উপর এক গভীর ছাপ ফেলে, ভ্রমণ শেষ হওয়ার পরেও দীর্ঘ সময় ধরে সেই রেশ বজায় থাকে।

ভারতের 'আমের শহর'

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ভারতের কিছু জায়গা তাদের প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত, কিছু জায়গা তাদের খাবারের জন্য, এবং কিছু জায়গা সত্যিই অনন্য কিছুর জন্য। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে এমন একটি শহর রয়েছে যা বছরের পর বছর ধরে একটি মিষ্টি ডাকনাম অর্জন করেছে। আম উৎসব এবং বিখ্যাত জাতগুলি জনপ্রিয় হওয়ার অনেক আগে থেকেই, লোকেরা এই অঞ্চল থেকে বিশেষ উপহার হিসেবে সুগন্ধি আমের বাক্স বাড়িতে আনতেন।প্রাচীন কাল থেকেই আম্রনগরী বা আমের শহর বলে বিখ্যাত মালদহ। অতীতের বরেন্দ্রভূমির অংশ এই জনপদ সুপিরিচিত তার সুস্বাদু রসাল আমের স্বাদের জন্য। হিমসাগর, ল্যাংড়া, ফজলি এবং লক্ষণভোগের মতো উন্নত জাতের আবাসস্থল, প্রতিটি তার স্বতন্ত্র মিষ্টি, সুগন্ধ এবং গঠনের জন্য পরিচিত। মালদহের উর্বর মাটি এবং আদর্শ জলবায়ু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আম চাষকে সমর্থন করে আসছে, যা শহরটিকে ফলের সাথে গভীর সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সংযোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।এই অঞ্চলের আম বলয়টি ৩০,০০০ হেক্টরেরও বেশি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত, যা চাষাবাদ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মৌসুমী শ্রমের মাধ্যমে হাজার হাজার পরিবারকে জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করে। এই দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যই মালদহকে ভারতের অবিসংবাদী আমের শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।মালদহ জেলা আম উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত,

যেখানে প্রায় ২৫০ প্রজাতির আম চাষ হয়। মালদহের আমের মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় হল হিমসাগর, ফজলি, লক্ষ্মণভোগ, আম্রপালি, গোপালভোগ, দুধিয়া, বসন্তখাস এবং অবশ্যই ল্যাংড়া। গ্রীষ্ম মানেই মালদহের আমের স্বাদগন্ধে মাতোয়ারা হওয়ার ঋতু। মালদহের সবুজ বাগান প্রতি গ্রীষ্মে আমপ্রেমীদের আকর্ষণ করে। দর্শনার্থীরা আমের খামারের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়ান, সরাসরি গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করেন এবং বংশ পরম্পরায় চাষাবাদের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারেন। আমের বাইরেও গৌরবঙ্গ এবং সুলতানি ইতিহাসমাখা মালদহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এর প্রাচীন শহর পান্ডুয়া ও গৌর একসময় সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল এবং এখনও সেখানে দাখিল দরওয়াজা, ফিরোজ মিনার ও একলাখি সমাধিসৌধের মতো চিত্তাকর্ষক স্থাপত্য নিদর্শন রয়েছে।

এই জেলার ঐতিহ্যের মধ্যে রেশম, পাট ও তুলা শিল্পও অন্তর্ভুক্ত।মালদহ সারা বছরই ভ্রমণ করা যায়, তবে মে এবং জুন মাসে আমের মরশুম সবচেয়ে সুস্বাদু অভিজ্ঞতা দেয়। মনোরম আবহাওয়া এবং দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য, আদর্শ মাস হল অক্টোবর থেকে মার্চ। তাই যদি আপনি আমপ্রেমী হন, তাহলে মালদহ এমন একটি জায়গা যেখানে প্রতি প্রজাতির আমেরই একটা গল্প থাকে এবং প্রতিটি গ্রীষ্মই নতুন স্বাদের আম আবিষ্কারের জন্য নিয়ে আসে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/24/2026 2:09 PM Page 4

ভোট আবহে বিজেপি কর্মীর গলাকাটা দেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার স্ত্রী-সহ ২

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ভোট আবহের মধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘিতে এক বিজেপি কর্মীর নৃশংস খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।সোমবার রাতে রায়দিঘি বিধানসভার ২১৬ নম্বর বুথের মেনা গ্রামে কিশোর মাঝি (৩৫) নামে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর গলা কেটে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে উঠেছে।স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার রাতে গ্রামে একটি কালীপুজো চলছিল। কিশোর মাঝি সেখানেই ছিলেন। অভিযোগ, সেখান থেকে তাঁকে ফোনে ডেকে নিয়ে গিয়ে জনশূন্য জায়গায় গলা কেটে খুন করা হয়। পুলিশ দ্রুত তদন্তে নেমে মৃতের স্ত্রী অনিমা মাঝি এবং তাঁর প্রেমিক গোবিন্দ দাসকে গ্রেপ্তার করেছে। তদন্তকারীদের দাবি, এই খুনের নেপথ্যে রাজনৈতিক কোনও কারণ নেই,বরং ত্রিকোণ প্রেমের টানাপোড়েনেই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ধৃত দুজনেই একই পাড়ার বাসিন্দা।ঘটনার খবর পেয়েই এলাকায় পৌঁছান রায়দিঘির বিজেপি প্রার্থী পলাশ রানা। তিনি দাবি করেন, মৃত কিশোর মাঝি আমাদের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। নির্বাচনের আগে এলাকায় সন্ত্রাস ছড়াতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই কাজ করেছে।এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেলে বিজেপি থানা ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছে। অন্যদিকে, মথুরাপুরের তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, এটি সম্পূর্ণ একটি পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ঘটনা। বিজেপি মৃতদেহ নিয়ে সস্তা রাজনীতি করার চেষ্টা করছে বলেও তিনি পালটা তোপ দাগেন।পুলিশি ধরপাকড়ের পর এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ফুঁসছে সকলে। পুলিশ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনের ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

মধ্যরাতে তালিকা, ধন্দে খোদ কমিশন

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ শেষরক্ষা হল না। চূড়ান্ত তালিকার ২২ দিন পর নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ঘিরে নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা তৈরি হল। সোমবার গভীর রাতে ওই তালিকা সামনে এলেও কতজনের নাম উঠল আর কতজন বাদ পড়লেন, তা নিয়ে চরম ধোঁয়াশা বজায় রেখেছে কমিশন। রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের আধিকারিক দের অন্ধকারে রেখেই জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই তালিকা প্রকাশ করেছে বলে অভিযোগ। ফলে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ভোটারদের মধ্যে উদ্বেগ ও আতঙ্ক কাটেনি। কমিশন সূত্রের খবর, অতিরিক্ত তালিকায় কত নামের নিষ্পত্তি হয়েছে বা কত নাম বাদ গিয়েছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান এখনও মেলেনি। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল সোমবার সন্ধ্যায় জানান, 'এখনও পর্যন্ত ২৯ লক্ষ নিষ্পত্তি হয়েছে। কিন্তু অর্ধেকের কাছাকাছি নামে ই-সাইন নেই। তাই কত বাদ হয়েছে জানা নেই।' এই তথ্যের অভাবে খেদ সিইও দপ্তরের অন্দরেই ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে অনেক বুথের তালিকা ডাউনলোড করা যাচ্ছে না বলেও ভোটাররা অভিযোগ করেছেন। কমিশন জানিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরের মধ্যে ছবিটা স্পষ্ট হবে এবং সমস্ত সরকারি অফিসে তালিকা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। শুক্রবার ফের পরবর্তী তালিকা বেরোনোর কথা। যাঁদের নাম বাদ যাবে, তাঁদের জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদনের সুযোগ থাকছে। পরিকাঠামো গড়তে ইতিমধ্যেই মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছেন সিইও। তবে গভীর রাতের এই 'লুকোছাপা' নিয়ে কমিশনের পেশাদারিত্ব নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেল।

নেতাজী নগর কলেজে সবুজায়নের মাধ্যমে আবহাওয়া দিবস পালন

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ কলকাতার নেতাজী নগর কলেজে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল ওয়ার্ল্ড মেটেওরোলজিকাল দিবস। কলেজের এনএসএস বিভাগ, গ্রীন সিল এবং ভূগোল বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এই দিনটি উদযাপিত হয় সবুজায়ণ কর্মসূচির মাধ্যমে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. সুযাত্র ভট্টাচার্য, আইকিউএসি কো-অর্ডিনেটর ড. দেবরূপা চক্রবর্তী, বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. অগ্নিমিত্র ঘোষ এবং গ্রীন সেল ও এনএসএস-এর কনভেনার ড. সুমিতা রায়। এই কর্মসূচিটি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার সংযোগ ঘটানোর উদ্দেশ্যে আয়োজিত হয়।পাঠ্যবিষয়ের পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতা ও প্রয়োগমূলক জ্ঞানের বিকাশ ঘটানোই ছিল এর মূল লক্ষ্য। অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়।অধ্যক্ষ ড. সুযাত্র ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, এ ধরনের পরিবেশ সচেতনতা মূলক কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, সচেতন মনোভাব এবং সৃজনশীল চিন্তাশক্তির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি ভবিষ্যতেও পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এমন উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস দেন।অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল একটি অভিনব শপথ গ্রহণ। অধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সম্মিলিতভাবে অঙ্গীকার করেন যে, নিজেদের জন্মদিনে কলেজে একটি করে চারাগাছ উপহার দেবেন। এছাড়াও, কলেজে আগত অতিথি ও বক্তাদের চারাগাছ দিয়ে বরণ করে নেওয়ার একটি প্রশংসনীয় প্রথা ইতিমধ্যেই চালু রয়েছে।সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অধ্যাপিকা জয়িতা ঘোষ এবং শেষপর্যন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপনও করেন তিনি। অনুষ্ঠানে বিশেষ সহায়তা করেন অধ্যাপিকা শ্রীতমা পাল। চারাগাছ সংগ্রহে সহায়তা করেন লাইব্রেরিয়ান ড. দীপক কুমার ভূঁইয়া ও অশিক্ষক কর্মী প্রকাশবাবু। ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে বিশেষভাবে সহযোগিতা করে মারুফা মণ্ডল।অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ড. পিনাকী রঞ্জন দে, ড. কাবেরী ভট্টাচার্য, ড. সুজাতা মিত্র, ড. দিবাকর দাস, অধ্যাপক সাদ্দাম হোসেন, শ্রুতর্ষী দাসসহ কলেজের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী।

কলকাতার নেতাজী নগর কলেজে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল ওয়ার্ল্ড মেটেওরোলজিকাল দিবস। কলেজের এনএসএস বিভাগ, গ্রীন সিল এবং ভূগোল বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এই দিনটি উদযাপিত হয় সবুজায়ণ কর্মসূচির মাধ্যমে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. সুযাত্র ভট্টাচার্য, আইকিউএসি কো-অর্ডিনেটর ড. দেবরূপা চক্রবর্তী।

নিরাপত্তা আশঙ্কায় সর্বদলীয় বৈঠক বয়কট করল বিজেপি

নয়া জামানা,, বজবজ ঃ বিজেপি কর্মী ও নেতাদের জন্য বজবজ-১ বিডিও অফিস চত্বর নিরাপদ নয় এই অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠক বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিল পদ্মশিবির। সোমবার বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি নির্বাচনী কমিটি এই কঠোর সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, যতক্ষণ না কমিশন বিডিও অফিস চত্বরে তাঁদের কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে, ততক্ষণ এই বয়কট চলবে।

বিজেপি নেতা হরিকৃষ্ণ দত্ত জানান, এই সিদ্ধান্তটি ইতিমধ্যে লিখিতভাবে কমিশন নিযুক্ত সাধারণ পর্যবেক্ষক আশিস কুমারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বয়কটের কারণ হিসেবে তিনি ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের একটি অপ্রীতিকর ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। হরিকৃষ্ণবাবুর অভিযোগ, সেবার বিডিও অফিসে সর্বদলীয় বৈঠক শেষে বেরোনোর সময় আমাদের প্রতিনিধিদের ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল। পুলিশ বা প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি এড়াতেই এবার এই কড়া অবস্থান। উল্লেখ্য, পর্যবেক্ষক আশিস কুমার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে ৩টে পর্যন্ত বিডিও অফিসে উপস্থিত থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর অভিযোগ শুনবেন।অন্যদিকে, ভোটের আগে শান্তি বজায় রাখতে কোমর বেঁধে নেমেছে প্রশাসন। নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া ছয় দফা নির্দেশিকা কার্যকর করতে জেলাজুড়ে তৎপরতা শুরু করেছেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপার ঈশানী পাল। গত রবিবার থেকে তিনি প্রতিটি থানা পরিদর্শন শুরু করেছেন। প্রথম দিন মহেশতলাসহ সাতটি থানা পরিদর্শনের পর সোমবার আরও সাতটি থানায় গিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন তিনি। পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে কোথায় কী ধরণের নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে, তার একটি রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছেন এসপি।

আসানসোল রেলস্টেশনে উদ্ধার টিয়াপাখির ছানা

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ আসানসোল রেলস্টেশনে গভীর রাতের এক অভিযানে বিপুল সংখ্যক টিয়াপাখির ছানা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ একটি ট্রেনের কামরা তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৬০০টি অতি অল্পবয়সি টিয়া উদ্ধার করে রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)। উদ্ধার হওয়া পাখিগুলির বয়স আনুমানিক ১৫ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে বলে জানা গেছে। ঘটনার পর বনদপ্তরকে খবর দেওয়া হলে রূপনারায়ণপুর রেঞ্জের আধিকারিকরা দ্রুত ব্যবস্থা নেন।

খাঁচাবন্দি পাখিগুলিকে রাতে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হলেও তাদের পরিচর্যা নিয়ে প্রথমে সমস্যায় পড়েন কর্মীরা। পরে সারারাত জেগে তাদের দেখভাল করা হয় এবং পরদিন উপযুক্ত জায়গায় স্থানান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বনদপ্তরের মতে, এই ধরনের পাচার একটি সুসংগঠিত চক্রের ইঙ্গিত দেয়। পোষ্য হিসেবে চাহিদার সুযোগ নিয়ে অপরাধীরা

এই ব্যবসা চালাচ্ছে বলেই সন্দেহ। যদিও এই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/24/2026 2:09 PM Page 5

‘ফুচকা’ গ্রাম !

খাবারের সঙ্গে বাঙালিদের সম্পর্ক নিবিড় ভালবাসার। পেটপুজো করতে বাঙালিরা যে ঠিক কতখানি ভালোবাসে, আজ সে কথা সারা পৃথিবী জানে। অন্যান্য খাবারের মতই বাংলার স্ট্রিটফুডের ইতিহাসও স্মৃতি আর ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। সমগ্র ভারত জুড়ে ছড়িয়ে থাকা নানান রকমের স্ট্রিটফুডের মধ্যে বাংলার অনবদ্য স্ট্রিটফুড নিজের জায়গা পাকা করে নিয়েছে। তবে বাংলার স্ট্রিটফুডের সম্রাট বোধহয় একটি মাত্র খাদ্যকেই বলা যায়, আর তা হল ‘ফুচকা’। বাঙালির পছন্দের মুখরোচক খাদ্যের তালিকায় ফুচকাকে টক্কর দেওয়ার মত ক্ষমতা হয়তো খুব কম খাবারেরই আছে। টক ঝাল মুচমুচে ফুচকা মুখের ভিতর গিয়ে যেভাবে বিস্ফোরণ ঘটায়, অন্য কোনো খাবারে তার জুড়ি মেলা ভার। প্রতিটা পাড়ায় একজন না একজন ফুচকাওয়ালা থাকে, পাড়ার বেশিরভাগ বাসিন্দাই যার একনিষ্ঠ খরিদ্দার। প্রত্যেক ক্রেতার পছন্দমতো লেবুর রস, লঙ্কা কুঁচি, ধনেপাতা কুঁচি আর গুঁড়ো মশলার মাত্রা বদলে বদলে ফুচকা পরিবেশন করেন সেই ফুচকাওয়ালা। উত্তর ভারতের ‘গোলগাপ্পা’, মুম্বাইয়ের ‘পানিপুরি’ কিংবা উত্তর প্রদেশের ‘পানি বাতাসা’ প্রকারে ফুচকার সমগোত্রীয় হলেও, বাঙালির কাছে ফুচকার সমতুল্য কিছু নেই। ফুচকার এই অসামান্য স্বাদের পিছনে অবশ্য সিংহভাগ কৃতিত্বই টক জলের। এই জল নোনতা হবে নাকি টক, তাতে তেঁতুল থাকবে না পুদিনা, সমস্তটাই ঠিক করেন ফুচকাওয়ালা। সুজির তৈরি মুচমুচে খোলসের ভিতর সিদ্ধ আলুর পুর সমেত তা যখন টক জলের হাঁড়িতে ডুব দিয়ে উঠে আসে, তখন তার সামনে দাঁড়িয়ে যে কোনো বাঙালিই চোখ বুজে বলে দিতে পারে যে এর থেকে সুস্বাদু ভূভারতে আর কিছু নেই। প্রখ্যাত জার্নালিস্ট এবং সংবাদপত্রের খাদ্য-বিভাগীয় লেখক বীর সাঙ্ঘভী একবার লিখেছিলেন, সত্যি বলতে, দিল্লির গোলগাপ্পার সঙ্গে মুম্বাইয়ের পানিপুরির অনেক তফাত। ছোটো থেকে মুম্বাইয়ের পানিপুরি খেয়েই বড়ো হয়েছি। তবে এ কথা মানতেই হয় যে, সারা দেশের মধ্যে ‘সেরা’ হল কলকাতার ফুচকা। এর স্বাদ যেন ঠিক কলকাতার পথঘাটের মতোই , প্রাণোচ্ছল।কিন্তু এটা কী জানেন, পশ্চিমবঙ্গে ফুচকার নামে উৎসর্গীকৃত একটা আস্ত গ্রাম আছে! উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁচরাপাড়ায় রয়েছে শহিদ কলোনি নামের এক অনাড়ম্বর ছোট্ট গ্রাম, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যার নাম বদলে হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘ফুচকা গ্রাম’। এ গ্রামের ১০০টিরও বেশি পরিবার জীবিকা নির্বাহ করে ফুচকা তৈরি করে। ফুচকা তৈরির জন্য, গম ভাঙানো আটা দিয়ে মণ্ড তৈরি করা হয়। তারপর সেই মণ্ড দিয়ে বানানো হয় ফাঁপা গোলাকার ‘বল’-এর মতো ফুচকা। এই ‘বল’-এর ভিতর দেওয়া হয় আলু সিদ্ধ, মটর সিদ্ধ, মশালা মাখা পুর। পাতে তুলে দেওয়ার আগে সেটিকে চোবানো হয় গন্ধরাজ লেবু দেওয়া টক তেঁতুল জলে।ফুচকাকে যে কতভাবে খাওয়ার যোগ্য করে তোলা যায়, তার শেষ নেই। কখনো তার উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয় মিষ্টি চাটনি। কখনো বা ‘চাট’-এর মত তার উপর দই আর ঝুরিভাজা ঢেলে দেওয়া হয়। পেটে যাওয়ার পরেও এর স্বাদের তীক্ষ্ণতা মুখে লেগে থাকে বহুক্ষণ। শহীদ কলোনির কিছু নতুনত্বপ্রেমী ফুচকাওয়ালা আবার সময় বিশেষে আলু সিদ্ধর বদলে ফুচকার ভিতরে পুর হিসেবে ব্যবহার করে ঘুগনি, ভুট্টা দানা, খাসির মাংস কিংবা চকোলেট !ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই কাজ শুরু হয়ে যায় ফুচকা গ্রামে। গমের আটার সঙ্গে মেশানো হয় সুজি আর চাল গুঁড়ি। অল্প অল্প জল দিয়ে ধীরে ধীরে মাখা হয় এই মন্ড। মন্ডটি আঠালো চটচটে হয়ে গেলে, একটা ভিজে কাপড় দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ তা ঢেকে রাখা হয়। অতিরিক্ত নরম বা শক্ত হলে চলে না এই মন্ড। এরপর বেলনি দিয়ে সমান করে বেলে, ‘কুকি কাটার’-এর সাহায্যে গোল গোল টুকরোতে কাটা হয়। এই টুকরোগুলোকে কেউ রোদে শুকোতে দেন, কেউ বা কয়লার তাপে সেঁকে নেন। আর তারপর গরম তেলে সেগুলো ভাজা হয়, যতক্ষণ না তা লুচির মতো ফুলে ওঠে আর তাতে সোনালি রঙ ধরে। ততক্ষণে ফুচকাওয়ালারা অভ্যস্ত শেফের মতো হাত লাগায় টক জল তৈরিতে। পাকা তেঁতুলের নির্যাস জলে গুলে, তাতে ছড়িয়ে দেওয়া হয় নানান রকম মশলা আর গন্ধরাজ লেবুর রস। এরপর অন্যত্র সিদ্ধ আলুর সঙ্গে মাথা হয় মটর সেদ্ধ, কাঁচা লঙ্কা, ধনেপাতা, জিরে, শুকনো লঙ্কা, ধনে গুঁড়ো, নুন, পাতি লেবুর রস আর তেঁতুলের নির্যাস !স্থানীয় বাসিন্দাদের মত, আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগে এই গ্রামে জীবিকা নির্বাহের জন্য ফুচকা তৈরি সবার প্রথম শুরু করেছিলেন বলাই গায়েন। ধীরে ধীরে, গ্রামের অন্যান্যরাও তাঁকে অনুসরন করা শুরু করে। আর এভাবেই কাঁচড়াপাড়ার শহীদ কলোনি হয়ে ওঠে ‘ফুচকা গ্রাম’। এখানের কুটিরশিল্প হয়ে ওঠা ফুচকা, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্রি হয়। ফুচকাপ্রেমীরা প্রায়ই এই গ্রামে দেখতে আসে, ফুচকা কীভাবে তৈরি হয়। এখানকার ফুচকা ব্যবসায়ীরা সারা বছর ধরে কখনো মেলায়

, কখনো বা অনুষ্ঠান বাড়িতে হাজির হয়ে যায় ফুচকার পসরা নিয়ে। তবে, ফুচকা গ্রামের বাসিন্দারা দুঃখ করে বলে, এতদিনেও কোনোরকম সরকারী সাহায্য মেলেনি তাদের। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই নানান মাইক্রো-ফাইনান্স কোম্পানি থেকে লোন নিয়ে সংসার চালাচ্ছে। এমনকি বাংলার বহু মানুষ এখনও অবধি ফুচকা গ্রামের নামটুকুই শোনেনি। ফুচকা গ্রামের বাসিন্দারা অবশ্য আশা রাখছে, অন্তত নিজেদের প্রিয় খাবারকে কাছ থেকে দেখতে ছুটে আসা মানুষেরা যদি খানিকটা হলেও এই ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে! সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।